ত্রিপুরা সরকার
তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর
******

স-২৮৭৮

আগরতলা, ১৬ সেপ্টেম্বর, ২০২৫

প্রকাশিত সংবাদের স্পষ্টিকরণ

‘‘জয়নগর এলাকায় জণ্ডিসে ব্যাপক আক্রান্ত, উদ্বেগ’’, এই শিরোনামে দৈনিক সংবাদপত্রিকায় গত ৩ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ প্রকাশিত সংবাদটি স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দপ্তরের নজরে এসেছে। এই সংবাদের পরিপ্রেক্ষিতে, পশ্চিম জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক কর্তৃক প্রদত্ত রিপোর্টের ভিত্তিতে দপ্তরের পক্ষ থেকে স্পষ্টিকরণ দিয়ে জানানো যাচ্ছে যে,২০২৫ সালের জুন মাসের মাঝামাঝি সময় থেকে আশ্রমপাড়া এবং পশ্চিম ভুবনবন ইউপিএইচসি-এর অধীনস্থ জয়নগর এলাকার কিছু জায়গায় আকস্মিকভাবে জণ্ডিস রোগের প্রাদুর্ভাব দেখা দেয়। এর পরিপ্রেক্ষিতে সংশ্লিষ্ট এলাকায় সিএমও, ডিএসও, এসএসও, মেডিসিন ফিজিশিয়ান, শিশুরোগ বিশেষজ্ঞ, পিএসএম বিশেষজ্ঞ, মাইক্রোবায়োলজিস্ট, এপিডেমিওলজিস্ট, ডেটা ম্যানেজার এবং ফুড সেফটি অফিসারদের একটি দল গত ১৮আগস্ট২০২৫, ২৬ আগস্ট ২০২৫ এবং ২৭ আগস্ট২০২৫ এলাকাটি পরিদর্শন করেন। পরিদর্শনকালে দেখা গেছে যে, গত জুলাই থেকে আগস্ট, ২০২৫ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলো কর্তৃক ঐ এলাকা থেকে হেপাটাইটিস এ পজিটিভ গড়ে ১৫ জনরোগী শনাক্ত করা হয়েছে। রোগীদের মধ্যে জ্বর, জণ্ডিস, ক্ষুধামন্দা, বমিভাব এবং গাঢ় রঙের প্রস্রাবের মতো লক্ষণ দেখা গিয়েছিল। রোগীরা ব্যক্তিগত চিকিৎসকের পরামর্শে বেসরকারি ল্যাব থেকে পরীক্ষা করিয়েছিলেন।বেশিরভাগ রোগীই সুস্থ হয়ে উঠেছেন এবং বাকিরা সুস্থ হওয়ার প্রক্রিয়ায় ছিল। প্রভাবিত এলাকায় তদন্ত, মূল্যায়ন এবং নজরদারির জন্য সংশ্লিষ্ট সিএমও কর্তৃক একটি র‍্যাপিড রেসপন্স টিমওগঠন করা হয়েছে। প্রতিদিন সিএইচও, এমপিডব্লিউ এবং আশাকর্মীরা নিজ নিজ এলাকায় বাড়ি বাড়ি গিয়ে রোগী শনাক্তকরণ এবং সচেতনতা বৃদ্ধির কাজ করছেন। ডিস্ট্রিক্টহেলথ টিম সহ সংশ্লিষ্ট স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলোর উদ্যোগে চারটি স্বাস্থ্য শিবিরের আয়োজন করেছে, যেখানে সন্দেহভাজন রোগীদের মধ্যে ৫১ জনের দেহ থেকে নমুনা সংগ্রহ করে নিশ্চিত হেপাটাইটিস পরীক্ষার জন্য এজিএমসি-তে পাঠানো হয়েছে।

সংশ্লিষ্ট সিএমও এর তত্ত্বাবধানে ফুড সেফটি অফিসার কর্তৃক জয়নগর এলাকার প্রভাবিত স্থান থেকে জলের নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছে এবং দূষণ শনাক্তকরণের জন্য তা এজিএমসি মাইক্রোবায়োলজি ল্যাবে পাঠানো হয়েছে।সংশ্লিষ্ট স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলির মেডিক্যাল অফিসার-ইন-চার্জ-এর তত্ত্বাবধানে জনসচেতনতা বৃদ্ধির পাশাপাশি প্রয়োজনীয় ওষুধও বিতরণ করা হয়েছে।স্বাস্থ্যকেন্দ্র এবং পশ্চিম জেলার সিএমও-এর আইডিএসপি শাখা কর্তৃক পজিটিভ রোগীদের তালিকা তৈরির পাশাপাশি নিয়মিতভাবে রিপোর্টিংও করা হয়।সুস্থ হয়ে ওঠা এবং সুস্থ হওয়ার প্রক্রিয়ায় থাকা রোগীদের এইচডব্লিউসি এর স্বাস্থ্যকর্মীদের দ্বারা নিয়মিত ফলো-আপ করা হচ্ছে।স্টেট ও ডিস্ট্রিক্ট সার্ভেইলেন্স অফিসারগণ গত ৩ সেপ্টেম্বর,২০২৫ প্রভাবিত এলাকাগুলো পরিদর্শন করেছেন এবং সংক্রমণের বিস্তার আরও রোধ করার জন্য কৌশল প্রণয়ন করেছেন।র‍্যাপিড রেসপন্স টিম এর তদন্ত রিপোর্ট এবং সুপারিশগুলো সংশ্লিষ্ট বিভাগ ও দপ্তরে (DHS, DWS, PWD) পাঠানো হয়েছে।ডিস্ট্রিক্ট সার্ভেইলেন্স টিম এএমসি-এর স্বাস্থ্য কর্মকর্তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করে প্রাপ্ত তথ্য এবং এএমসি-এর পক্ষ থেকে সম্ভাব্য পদক্ষেপগুলি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছে। রোগীদের কোনো জটিলতা দেখা দিয়েছে কিনা, তা যাচাই করার জন্য র‍্যাপিড রেসপন্স টিম প্রভাবিত এলাকাগুলোতে ফলো-আপ ভিজিট করে থাকে।ডিস্ট্রিক্ট সার্ভেইলেন্স টিম ডিডব্লিউএস বিভাগের চিফ ইঞ্জিনিয়ার

সাথে সাক্ষাৎ করে প্রভাবিত এলাকার জল সরবরাহ ও পাইপলাইনের অবস্থা সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে জানানো হয়েছে। প্রভাবিত এলাকার রাস্তার বিক্রেতাদের নিয়মিত পর্যবেক্ষণের জন্য ফুড সেফটি অফিসারকে নিযুক্ত করা হয়েছে।

পশ্চিম জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক জনস্বাস্থ্য সুরক্ষার জন্য শহরের জল সরবরাহ ব্যবস্থা এবং জলের গুণগত মান মেরামত ও শক্তিশালী করা,স্কুল ও কলেজগুলিতে হাত ধোয়া, নিরাপদ খাদ্য এবং নিরাপদ পানীয় জল সম্পর্কে স্বাস্থ্য শিক্ষা প্রদান,নিয়মিত জল সরবরাহকারী জলাধারগুলির ওপর নজরদারি করা এবং বাড়ির পাইপলাইনে জল সরবরাহ করার আগে তা পরিশোধন করা, হেপাটাইটিস এ বা জন্ডিসের ঘটনাগুলি জেলা স্তরে বা রাজ্য স্তরে স্বাস্থ্য দপ্তরকে জানানোর জন্য শহরের বেসরকারি চিকিৎসকদের সক্রিয়ভাবে যুক্ত করা,শহরে সংক্রমণের বিস্তার বন্ধ করতে প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সমস্ত সংশ্লিষ্ট বিভাগের স্টেকহোল্ডারদের নিজ নিজ স্তর থেকে পদক্ষেপ নিতে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করার জন্য সুপারিশ করেছেন।

****